টুথ্ ফেইরী (Tooth Fairy)

আব্দুর রহমান আবিদ

আমার একমাত্র মেয়ে, ফাত্মার বয়স ছয়। ফার্ষ্ট গ্রেডে পড়ে। আগে-পরে দুই ছেলের মাঝে একমাত্র মেয়ে বলে, বাবার কাছে তার আদরের পরিমানটা একটু বেশী। পুরোপুরি ‘স্পয়েল্ড চাইল্ড’ না হলেও বাবার আদরে কিছুটা যে স্পয়েল্ড, তা বোধহয় অস্বীকার করার সুযোগ নেই। অন্ততঃ ছেলেমেয়েদের মায়ের অভিযোগ সেটাই।

বেশ অনেকদিন ধরেই ফাত্মার সামনের উপরের বড় দু’টো দাঁতের একটা নড়ছিল। দাঁতটা ঠিকমত নাড়াচ্ছে কিনা জানতে চাইলে প্রতিবারই তার উত্তর, “ড্যাড্, তুমি উইগ্ল্ (wiggle) করে দাও”। ওদের মায়ের কড়া নির্দেশ, “যার যার টুথ্ নড়বে, সে সে তার টাঙ দিয়ে টুথ্ উইগ্ল্ করবা; অযথা এসব আহ্লাদ দেখাবা না”। বড় ছেলে তালহা’র ক্ষেত্রে তার মায়ের নির্দেশের কোন হেরফের না হলেও, বাবা কিন্তু মায়ের চোখ ফাঁকি দিয়ে গোপনে ঠিকই মেয়ের দাঁত নাড়িয়ে দেয়। কিন্তু লাভ হয়না। বাবার এত নাড়ানাড়ির পরেও ফাত্মার দাঁতটা পড়ি পড়ি করেও ঝুলে থাকে। তালহার সময় প্রায় একই পরিস্থিতিতে, ওর মা একটা টিসু দিয়ে নড়া দাঁতটা চেপে ধরে এক টান দিয়ে উঠিয়ে ফেলেছিল। সামান্য একটু রক্ত বেরুলেও তালহা কিন্তু তেমন ব্যথা পায়নি। ওদের মা ইতিমধ্যে বেশ ক’বার এ্যাটেম্পট্ নিলেও ফাত্মা বাবার জোরে মা’কে তা করতে দেয়নি। আমি প্রতিবারই বলি, “থাক্না; এমনিতেই তো পড়ে যাবে”।

এরই মাঝে আমাদের সবার ডেন্টিষ্টের সাথে রেগুলার টিথ্ ক্লিনিং-এর এ্যাপয়েন্টমেন্টের দিন আসে। হাইজিনিষ্ট্রা টিথ্ ক্লিন করার পর ডেন্টিষ্ট ভদ্রমহিলা একে একে আমাদের সবার দাঁতের রুটিন এক্সাম করেন। ভদ্রমহিলা ভিয়েতনামিজ। ফাত্মার উইগুলি টুথ্টা দেখে ভদ্রমহিলা আমাকে জিজ্ঞেস করেন দাঁতটা ফেলে দেবেন কিনা। মেয়ের নড়া দাঁতের উপর তার মায়ের ‘টিসু অভিযান’ চালানোর আগে ডাক্তারের স্বেচ্ছায় ফাত্মার দাঁতটা ফেলে দেয়ার প্রস্তাবে আমি যারপরনাই আনন্দিত হই। কিন্তু এ তো আর বাংলাদেশ না যে, বাবা অনুমতি দিলো আর ডাক্তার একটানে মেয়ের দাঁত উপড়ে ফেললো। ফাত্মার সাথে ডেন্টিষ্ট ভদ্রমহিলার যেসব কথাবার্তা হয়, আমি তা খেয়াল করি।

ডেন্টিষ্টঃ ফাত্মা, তোমার উইগুলি টুথ্টা তো প্রায় পড়েই গেছে, আমি ওটা তুলে ফেলি?
ফাত্মাঃ না, আমি হার্ট্ (hurt) হবো।

ডেন্টিষ্টঃ না ফাত্মা, আমি এমনভাবে টুথ্টা তুলবো যে তুমি টেরও পাবা না।
ফাত্মাঃ না, আমার ড্যাড্ ওটা উইগ্ল্ করে করে ফেলে দেবে; তুমি তুলতে গেলে আমি হার্ট্ হবো।

ডেন্টিষ্টঃ কিন্তু ফাত্মা, যদি এমন হয় যে তুমি স্কুলে আর তোমার সব ফ্রেন্ডদের সামনে তোমার দাঁতটা হঠাৎ করেই পড়ে গেল এবং তোমার মুখে ব্লাড মেখে গেল, তখন তুমি সবার সামনে এম্ব্যারাস্ড্ হবা না?
ফাত্মাঃ হ্যাঁ, তা তো হবো। কিন্তু তুমি কি আমার ড্যাড্কে জিজ্ঞেস করেছো যে আমার উইগুলি টুথ্টা ফেলে দিবা কিনা?

ডেন্টিষ্টঃ সে তো অবশ্যই। আমি তোমার উইগুলি টুথ্টা ফেলে দিলে তোমার ড্যাড্ও তো খুব হ্যাপী হবে।
ফাত্মাঃ তাহলে ঠিক আছে, তুলে ফেলো। তবে আমাকে কিন্তু একদম হার্ট্ করবা না।

ডাক্তার নিমেষেই ফাত্মার উইগুলি টুথ্টা একটানে তুলে ফেলেন এবং মূল দুর্ঘটনাটা ঘটে এর পরপরই। তুলে ফেলা দাঁতটা ওয়াশ করে ফাত্মার হাতে দিতে যান ডাক্তার এবং ফাত্মার হাত ফসকে কিভাবে যেন দাঁতটা ফ্লোরে পড়ে যায় এবং সাদা মোজাইকওয়ালা ফ্লোরে মুহূর্তেই গায়েব হয়ে যায় দাঁতটা।

এমন বেশী বড় না ডাক্তারের এক্সাম রুমটা। রোগীকে শুইয়ে দাঁত পরীক্ষা করার স্পেশাল টেবিলের মত জিনিসটা ছাড়া এক্সাম রুমে তেমন আর কোন আসবাবপত্র নেই। কোথায় যাবে ফাত্মা’র পড়ে যাওয়া টুথ্টা? ডাক্তার নীচু হয়ে দাঁতটা খুঁজতে লাগলেন ফ্লোরে। ফাত্মাও যোগ দিল ডাক্তারের সাথে। নাহ্, দাঁতটা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছেনা। ডাক্তার তার নার্সদেরকে ডাকলেন। সাদা এ্যাপ্রন পরা পাঁচ-ছয় জন মেয়ে নার্স এসে ডাক্তারের সাথে দাঁত খোঁজা অভিযানে যোগ দিলেন। সে এক

অদ্ভুত দৃশ্য। এতগুলো বড় বড় মানুষ এক্সাম রুমের ফ্লোরের এপাশ থেকে ওপাশ হামাগুড়ি দিয়ে হাঁটছেন হারানো দাঁতটার সন্ধানে; আর আমি এক্সাম রুমের এককোনায় ছোট্ট টুলটার উপর বসে হতভম্ব হয়ে ওদের কার্যকলাপ দেখছি।

কিছুক্ষণ পরপরই একজন করে নার্স দৌড়ে এসে আমার কাছে দুঃখ প্রকাশ করছেন ফাত্‌মার দাঁতটা খুঁজে না পাওয়ায়। আমি যতবারই বলি, "ইট্‌স্ ওকে, দাঁতটা খুঁজে না পেলেও কোন অসুবিধে নেই", ততবারই তারা নতুন উদ্যমে দাঁত খোঁজা শুরু করেন। ডাক্তার আমার কাছে এসে নীচু গলায় বললেন, "দ্যাখোনা, তোমার মেয়ের চোখ কেমন ছলছল করছে; দাঁতটা শেষ পর্যন্ত পাওয়া না গেলে বেচারী টুথ্ ফেইরী'র 'ফান্' (fun) টা রীতিমত মিস্ করবে। ও'র ফিলিং হার্ট্ হবে। আমি কেন যে শুরুতেই দাঁতটা তোমার হাতে দিলাম না! আমি খুবই সরি"। আমি ফের বললাম, "ইট্‌স্ ওকে, দাঁতটা খুঁজে না পেলেও কোন অসুবিধে নেই; আমরা এখন যাই?"। ভদ্রমহিলা বললেন, "দাঁড়াও, শেষবারের মত আরেকবার খুঁজে দেখি" এবং এটা বলেই ফের ফ্লোরে হামাগুড়ি দেয়া শুরু করলেন তিনি – এ দেখি মহা ঝামেলা!

এদেশী বাচ্চাদের মাঝে প্রচলিত টুথ্ ফেইরী'র ব্যাপারটা ঠিক পুরোপুরি আমি জানিনা। তবে তালহা, ফাত্‌মা ওদের স্কুলের বন্ধু-বান্ধবদের যেসব গল্প আমাকে শোনায়, তা থেকে আমি যতটুকু বুঝতে পেরেছি তা হলো, এদেশী কোন বাচ্চা ছেলে-মেয়ের দাঁত পড়ে গেলে, তারা সে রাতে পড়া দাঁতটা বালিশের নীচে রেখে ঘুমায় এবং সকালে ঘুম ভেঙ্গে তারা আবিস্কার করে যে, রাতের কোন এক প্রহরে দাঁতের পরী (টুথ্ ফেইরী) এসে তাদের দাঁতটা নিয়ে গেছে এবং দাঁতের বদলে সেখানে ডলার রেখে গেছে। বলা বাহুল্য, বাচ্চারা ঘুমিয়ে পড়ার পর তাদের বাবা-মা'রা বালিশের নীচ থেকে দাঁতটা সরিয়ে নিয়ে সেখানে ডলার রেখে দেন।

আমাদের দেশে ছোটবেলায় আমাদের দাঁত পড়লে, আমরা এক দৌড়ে পড়া দাঁতটা ইঁদুরের গর্তে ফেলে দিয়ে আসতাম যেন আমাদেরও ইঁদুরের মত সুতীক্ষ্ণ দাঁত ওঠে। ব্যস, ওইটুকু পর্যন্তই। দাঁত পড়ার জন্যে আমাদের বাবা-মা'রা আমাদেরকে কোন পয়সা-টয়সা দেননি। এখন মনে হয়, টুথ্ ফেইরী'র মত কোন একটা গল্প আমাদের ছোটবেলায় চালু থাকলে খারাপ হতো না। অবশ্য ছেলে-মেয়েদের মা'র কড়া নির্দেশ, এসব টুথ্ ফেইরী'র ব্যাপার-স্যাপার আমাদের মুসলিম কালচারে নেই, কাজেই ওসব আদিখ্যেতা এ বাসায় চলবে না। ফাত্‌মার প্রথম দাঁতটা পড়ার পর ওকে ওর দাঁতের বদলে গোটা কয়েক ডলার দেয়ার গোপন ইচ্ছে হলেও গৃহকর্ত্রীর রক্তচক্ষুর ভয়ে শেষ পর্যন্ত পরিকল্পনাটা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি।

যাহোক, যা বলছিলাম। ডেন্টিষ্ট ভদ্রমহিলা হামাগুড়ি দিয়ে দাঁত খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ করেই উঠে দাঁড়ালেন। আমি ভাবলাম দাঁতটা সম্ভবতঃ উনি খুঁজে পেয়েছেন। কিন্তু না, ভদ্রমহিলা সোজা এক্সাম রুমের আরেক কোনে চলে গেলেন এবং তার এ্যাসিস্ট্যান্ট নার্সদের একজনকে কাছে ডেকে দুজন মিলে ফিস ফিস করে কি যেন সলা-পরামর্শ করলেন। একটু পরই সেই নার্সটা আমার কাছে এসে ঈশারায় আমাকে তার সাথে এক্সাম রুমের বাইরে যেতে বললেন। এক্সাম রুমের বাইরে এসে নীচু গলায় নার্সটা আমাকে বললেন, "দ্যাখো, আমাদের কাছে তো অনেক ফল্‌স্ টুথ্ থাকে, যা দেখতে একেবারে রিয়েল টুথের মত। ফাত্‌মার দাঁতটা তো খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। দাঁতটা না পাওয়া গেলে বেচারীর খুব মন খারাপ হবে। শুধু যে টুথ্ ফেইরী'র 'ফান্' (fun) টা বেচারী মিস্ করবে তা না; স্কুলের বন্ধুদেরকে সে তার দাঁত পড়ার এবং টুথ্ ফেইরী'র গল্পটাও শোনাতে পারবে না। আমরা যদি একটা ফল্‌স্ টুথ্ ফাত্‌মাকে দিয়ে প্রিটেন্ড করি যে ফাত্‌মার দাঁতটা আমরা খুঁজে পেয়েছি, তাহলে তুমি কি কিছু মনে করবা?" আমি নার্সটার কাছে হয়ত ব্যাখ্যা করে বুঝাতে পারতাম যে, আমাদের মুসলিম কালচারে এসব টুথ্ ফেইরী'র ব্যাপার-স্যাপার গুলো আসলে নেই; কাজেই দাঁতটা খুঁজে না পেলেও কোন সমস্যা নেই। কিম্বা অতসব ব্যাখ্যা না করে হয়ত সোজাসাপ্টা বলতে পারতাম যে, দরকার নেই। কিন্তু, ছ'বছর বয়সী ছোট্ট একটা মেয়ে যেন তার ফান্ (fun) টাকে মিস্ না করে, তার ফিলিং যেন হার্ট্ না হয়, তার জন্যে এতগুলো মানুষের যে আন্তরিক প্রচেষ্টা, যে হৃদয়ছোঁয়া আকুলতা, তাকে আমি অসন্মান করি কিভাবে?

স্বল্পবয়সী নার্স মেয়েটার গাঢ় নীল চোখে সুস্পষ্ট আকুলতা ফুটে ওঠে। আমি না করি না; মুচকি হেসে সম্মতি দিই।।

সবাইকে বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা।

নিউ জার্সী
১৫ই ডিসেম্বর, ২০০৬